Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়ন

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভূমিকা

তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

গাইবান্ধাঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সূচি

- ভূমিকা
- এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষার ভূমিকা
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- বাছাইকৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও এসডিজি
- জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
- এসডিজি'র বিভিন্ন সূচকে গাইবান্ধা জেলার অবস্থা
- নির্বাচিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে গাইবান্ধার অবস্থা
- চ্যালেঞ্জসমূহ
- সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি এর উচ্চাভিলাষী এবং ব্যাপকতর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে
- যদিও সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায়, তথাপি স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা এসডিজি কাঠামোতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(২) অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে '*জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন*' সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে
- স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছে
  - এই ধরনের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত করা

ভূমিকা

সামাজিক সুরক্ষা ও এসডিজি

- এসডিজির অন্তর্গত ৫ টি অভীষ্ট এবং কিছু সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সামাজিক সুরক্ষার উপর প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছেঃ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা
অভীষ্ট ১। সর্বত্র সকল প্রকার দারিদ্র্যের অবসান	লক্ষ্যমাত্রা ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত **সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা** গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা
অভীষ্ট ৩। সকল বয়সের সকল মানুষের জন্য সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা ও জীবনমান উন্নয়ন	লক্ষ্যমাত্রা ৩.৮। সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত **আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা**, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকাসুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন
অভীষ্ট ৫। জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের ক্ষমতায়ন	লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪। সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও **সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার** মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যাকার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং খানা ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে দেশীয় নিরীখে অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা

ভূমিকা

সামাজিক সুরক্ষা ও এসডিজি

- এসডিজির অন্তর্গত ৫ টি অভীষ্ট এবং কিছু সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সামাজিক সুরক্ষার উপর প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছেঃ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	লক্ষ্যমাত্রা
অভীষ্ট ৮। স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা	লক্ষ্যমাত্রা ৮.৫। ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসমাজ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন **উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টির** লক্ষ্য অর্জন এবং সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা
অভীষ্ট ১০। অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	লক্ষ্যমাত্রা ১০.৪। নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও **সামাজিক সুরক্ষা** বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন করা

এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষার ভূমিকা

- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ একই সাথে একাধিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেঃ

1 NO POVERTY	সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি দারিদ্র্যের হার, গভীরতা এবং তীব্রতা কমাতে, এবং বহুমাত্রিক বঞ্চনাগুলিকে প্রশমিত করতে সক্ষম
2 ZERO HUNGER	সামাজিক সুরক্ষার আওতাভুক্ত খানাসমূহ অধিক পরিমাণ এবং উন্নত মানের খাদ্যের পেছনে ব্যয় করতে সমর্থ হয় যা তাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টিলাভের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে। একই সাথে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময়ও তাদের সুরক্ষা প্রদান করে
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	দারিদ্র্য প্রশমনের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সকল বয়সেই সুস্থ জীবন যাপনে সহায়তা করে যা কিনা আবার দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করে

এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষার ভূমিকা

4 QUALITY EDUCATION	দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে। একই সাথে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে
5 GENDER EQUALITY	সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির রূপান্তরমূলক বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সামাজিক বেড়াজাল ছিন্ন করার মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখতে পারে
6 CLEAN WATER AND SANITATION	সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগীরা স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থানে সমর্থ হয়
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সুবিধাভোগী পরিবারগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে, যা সামাজিক পিরামিডের একেবারে নিম্নস্তর থেকেই শক্তির চাহিদা তৈরি করে

এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষার ভূমিকা

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অভিঘাত উদ্ভুত ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য-ফাঁদ থেকে রক্ষা করে এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি স্থানীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করতে পারে, একই সাথে তারা মৌসুমি বেকারদের কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করে

10 REDUCED INEQUALITIES

সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সুযোগের সমতা এবং পুনর্বন্টনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ফলাফলের সমতা আনয়ন করে

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি মূলত গ্রামীণ জনগনকে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হলেও শহরের দরিদ্রদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একই সাথে সামাজিক সুরক্ষা অধিকার নিশ্চিত হলে শহরে দরিদ্র মানুষের অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে

এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষার ভূমিকা

সামাজিক সুরক্ষা ভাতা সাধারণত মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয় যা স্থানীয় বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনকে উৎসাহিত করে। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা মন্দার সময় বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে

সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা একই সাথে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন, জলবায়ু অভিযোজন ক্ষমতা তৈরি এবং বিপন্ন জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অবদান রাখে

সামুদ্রিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ ঠেকাতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। দরিদ্র জেলেরা বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পাওয়ার সাপেক্ষে বিধায় সামুদ্রিক সম্পদগুলি আরও টেকসইভাবে আহরণে সমর্থ হয়

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের মত কার্যক্রম স্থলজ প্রতিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে

এসডিজি বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষার ভূমিকা

সংঘাত পীড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনে ও অংশগ্রহণমূলক নাগরিকত্ব উৎসাহিত করতে সামাজিক সুরক্ষা ভূমিকা রাখে। সামাজিক সংযুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতি গঠনেও সামাজিক সুরক্ষা অবদান রাখতে পারে

শক্তিশালী দক্ষিণ- দক্ষিণ এবং ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে অধিকতর সমন্বিত করতে সহায়তা করে

সূত্রঃ A B C D of Social Protection in Bangladesh, Social Security Policy Support (SSPS) Programme, Cabinet Division and General Economics Division

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- বাংলাদেশ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হলো -

  “ বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি ***অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা*** *গড়ে তোলা যা কার্যকরভাবে* ***দারিদ্র্য ও অসমতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা*** *করতে পারে এবং* ***ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে*** *ভূমিকা রাখতে পারে”*

- একই সাথে ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের লক্ষ্য হলো -

  “ ***সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার*** *নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেবাপ্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্রমান্বয়ে একটি* ***অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা*** *প্রতিষ্ঠিত করা যা* ***সমাজের দরিদ্র ও সর্বাধিক বিপদাপন্ন সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার*** *দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম”*

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ

❑ সামাজিক নিরাপত্তার জীবনচক্রভিত্তিক ব্যবস্থা সংহতকরণ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিদ্যমান বিক্ষিপ্ত এবং বিভক্ত সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমগুলিকে মূল জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিতে সমন্বিত এবং সংহত করা প্রয়োজন

- বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে অল্প কয়েকটি অগ্রাধিকার স্কিমে একীভূতকরণ
- উচ্চ অগ্রাধিকার স্কিম চিহ্নিতকরণ
- বেশিসংখ্যক দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করা

❑ এই ব্যবস্থায় জীবনচক্রের চারটি ধাপকে বিবেচনা করা যায়

- গর্ভধারণ কাল ও প্রারম্ভিক শৈশবকাল
- বিদ্যালয় গমনের বয়সকাল
- কর্মক্ষম বয়স
- বার্ধক্য

❑ এছাড়া প্রতিবন্ধিতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- **জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সেবাপ্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ**

পাঁচটি বিষয় সঠিক ব্যক্তিদের কাছে সামাজিক সুরক্ষা সুবিধাগুলির ন্যায়সঙ্গত এবং কার্যকরী সরবরাহের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণঃ

- একক রেজিস্ট্রি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা
- আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে সরকার থেকে সুবিধাভোগী (জি২পি) পেমেন্ট সিস্টেম শক্তিশালীকরণ
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ
- অভিযোগ ও বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা
- শক্তিশালী ও ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

বাছাইকৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও এসডিজি

- পূর্বোক্ত চারটি জীবনচক্র ধাপের আওতায় পাঁচটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এই আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লেখিত কর্মসূচিগুলির ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং এসডিজির সাথে সম্পৃক্ততা এই নির্বাচনের মূলভিত্তি।

জীবনচক্র ধাপঃ গর্ভধারণ কাল ও প্রারম্ভিক শৈশবকাল
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান
সম্পৃক্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (৪): অভীষ্ট ১। দারিদ্র্য বিলোপ; অভীষ্ট ২। ক্ষুধা মুক্তি; অভীষ্ট ৩। সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ; অভীষ্ট ৪। মানসম্মত শিক্ষা
সম্পৃক্ত লক্ষ্যমাত্রা (৫): ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা ২.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য ক্ষুধার নিরসন এবং বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা ২.২। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান এবং একই সাথে ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী খর্বকায় ও রুদ্ধবিকাশ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ ৩.২। ২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অবসান ঘটানোর পাশাপাশি সকল দেশের লক্ষ্য হবে প্রতি ১,০০০ জীবিতজন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিতজন্মে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার কমপক্ষে ২৫-এ নামিয়ে আনা ৪.২। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা

বাছাইকৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও এসডিজি

জীবনচক্র ধাপঃ বিদ্যালয় গমনের বয়সকাল
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ ১। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প; ২। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প
সম্পৃক্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (৬): অভীষ্ট ১। দারিদ্র্য বিলোপ; অভীষ্ট ৩। সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ; অভীষ্ট ৪। মানসম্মত শিক্ষা; অভীষ্ট ৫। জেন্ডার সমতা; অভীষ্ট ৬। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন; অভীষ্ট ৮। শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
সম্পৃক্ত লক্ষ্যমাত্রা (৯): ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা ৩.১। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ৭০-এর নিচে নামিয়ে আনা ৩.৭। ২০৩০ সালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা, তথ্য ও শিক্ষাসহ যৌন ও প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবায় সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যকে জাতীয় কৌশল ও কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা ৪.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়ে যাতে অবৈতনিক, সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারে যা হবে প্রাসঙ্গিক ও ফলপ্রসূ, তা নিশ্চিত করা ৪.৫। প্রতিবন্ধী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসকারী শিশুসহ সকল ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সকল পর্যায়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিক্ষায় নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটানো ৫.৩। শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রথার অবসান ৬.১। ২০৩০ সালের মধ্যে, সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানির প্রাপ্যতা অর্জন ৬.২। নারী ও অল্পবয়সী মেয়েসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন (পয়ঃনিষ্কাশন) ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনধারণের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের অবসান ঘটানো ৮.৭। বলপূর্বক শ্রমের উচ্ছেদসাধন, মানবপাচার ও আধুনিক দাসত্বের অবসান এবং শিশু সৈনিক নিয়োগ ও ব্যবহারসহ সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রকারের শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলের জন্য আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো

বাছাইকৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও এসডিজি

জীবনচক্র ধাপঃ কর্মক্ষম বয়স
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
সম্পৃক্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (৩): অভীষ্ট ১। দারিদ্র্য বিলোপ; অভীষ্ট ৮। শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি; অভীষ্ট ১০। অসমতা হ্রাস
সম্পৃক্ত লক্ষ্যমাত্রা (৯): ১.২। দারিদ্রের বহুমাত্রিকতা নির্বিশেষে জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী অন্তর্ভুক্ত সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা ৮.৩। আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনাসহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালার প্রণোদনা এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিকরণকে উৎসাহিত করা ৮.৫। ২০৩০ সালের মধ্যে যুবসমাজ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য পূর্ণকালীন উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন এবং সমান কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা ৮.৬। কর্মে, শিক্ষায় বা প্রশিক্ষণে নিয়োজিত নয় এমন যুবকদের অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা ৮.খ। ২০২০ সালের মধ্যে যুব-কর্মসংস্থানের জন্য একটি বৈশ্বিক কৌশল প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বৈশ্বিক কর্মচুক্তির বাস্তবায়ন ১০.১। ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০ শতাংশ জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং এ ধারা অব্যাহত রাখা ১০.২। বয়স, জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জন্মস্থান, ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য পরিচয় নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারণ করা ১০.৪। নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন করা

বাছাইকৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও এসডিজি

জীবনচক্র ধাপঃ বার্ধক্য
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ বয়স্কভাতা কর্মসূচি
সম্পৃক্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (৩): অভীষ্ট ১। দারিদ্র্য বিলোপ; অভীষ্ট ৩। সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ; অভীষ্ট ১০। অসমতা হ্রাস
সম্পৃক্ত লক্ষ্যমাত্রা (৫): ১.২। দারিদ্রের বহুমাত্রিকতা নির্বিশেষে জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী অন্তর্ভুক্ত সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে নামিয়ে আনা ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা ৩.৮। সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকাসুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন ১০.১। ২০৩০ সালের মধ্যে আয়ের দিক থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থানকারী ৪০ শতাংশ জনসংখ্যার আয়ের প্রবৃদ্ধি হার পর্যায়ক্রমে জাতীয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন করা এবং এ ধারা অব্যাহত রাখা ১০.২। বয়স, জেন্ডার, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জন্মস্থান, ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য পরিচয় নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারণ করা

জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৪,১৭৭ কোটি টাকা - যা ২০০৯-১০ অর্থবছরের বরাদ্দের প্রায় ৩.৭ গুণ
- ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ গড়ে প্রতিবছর ১৫.৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে
- আপাতদৃষ্টিতে এ গতিধারা ইতিবাচক মনে হলেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দ জিডিপির অনুপাতে প্রায় স্থিতাবস্থায় রয়েছে
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দের একটি বৃহৎ অংশ সরকারি কর্মচারিদের পেনশন বাবদ ব্যয় হয়
  - ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ৩৫%

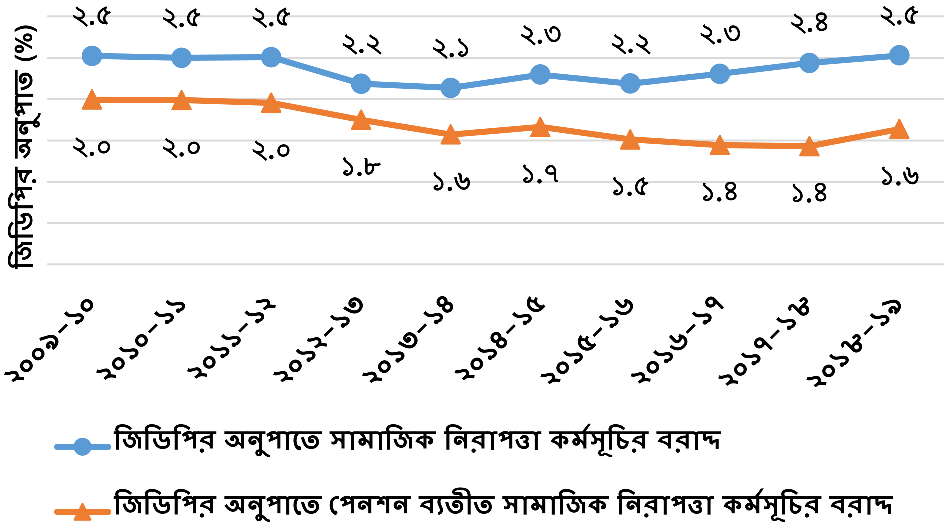

- জিডিপির অনুপাতে পেনশন ব্যতীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়
  - ২০০৯-১০ অর্থবছরে জিডিপির ২% থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা গিয়ে দাঁড়ায় জিডিপির ১.৬% এ

জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

- সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট বরাদ্দ এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	বাজেট বরাদ্দ বনাম জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল লক্ষ্যমাত্রা							মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো বনাম জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল লক্ষ্যমাত্রা		
	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯			২০১৯-২০		
	বাজেট	কৌশল	বাজেট	কৌশল	বাজেট	কৌশল	পার্থক্য	কাঠামো	কৌশল	পার্থক্য
বয়স্ক ভাতা	১৮৯০	৩৫৩০	২১০০	৩৭৪০	২৪০০	৩৯৬০	১৫৬০	২৭০০	৪২০০	১৫০০
শিশুদের বিদ্যালয় উপবৃত্তি (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)	১৬৪০	৬৮৩০	৪৬৪	৭২৪০	১৭৫০	৭৬৭০	৫৯২০	২০৫৩	৮১৪০	৬০৮৭
দুস্থ মহিলা সহায়তা	৬৯০	২০৪০	৭৫৯	২১৬০	৮৪০	২২৯০	১৪৫০	৮৫৩	২৪২০	১৫৬৭
প্রতিবন্ধী সুবিধা	৫৪০	১৯১০	৬৯৩	২০২০	৮৪০	২১৪০	১৩০০	৯০০	২২৭০	১৩৭০

জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

- সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এবং বাজেটে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক ক্ষেত্রেই মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে সম্ভাব্য সুবিধাভোগীর সংখ্যা কম প্রক্ষেপণ করা হয়েছে

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	বাজেট বনাম জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ)		জাতীয় বাজেট (লক্ষ)	মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (লক্ষ)	
	২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
	বাজেট	কৌশল	বাজেট	কাঠামো	কাঠামো
বয়স্ক ভাতা	৩৫.০	৫৫.০	৪০.০	৪৫.০	৫০.০
শিশুদের বিদ্যালয় উপবৃত্তি (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)	৩৭.৫	১৭৯.০	১৫২.৩	তথ্য পাওয়া যায়নি	
দুস্থ মহিলা সহায়তা	১২.৭	৩২.০	১৪.০	১৫.৫	১৭.০
প্রতিবন্ধী সুবিধা	৮.২	১০.০	১০.০	১১.০	১২.০

এসডিজি'র বিভিন্ন সূচকে গাইবান্ধা জেলার অবস্থা

এসডিজি ১.২.১ জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

দারিদ্রের নিম্নসীমা

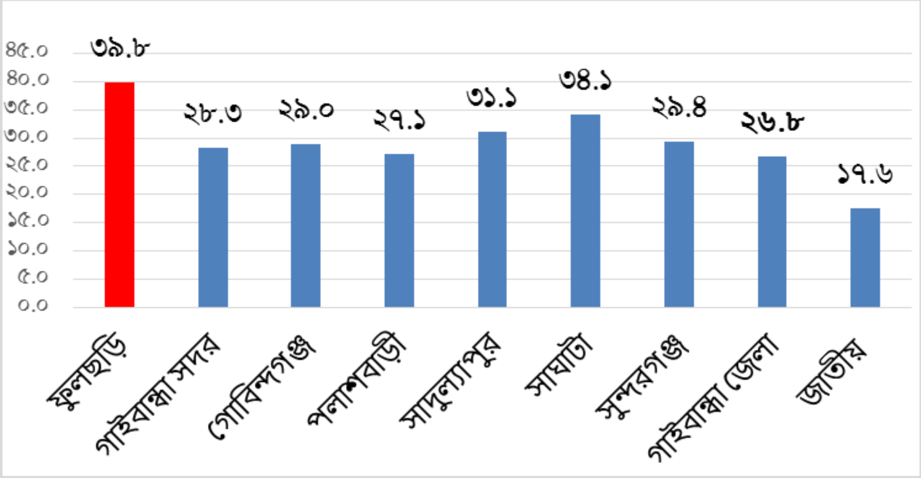

দারিদ্রের উচ্চসীমা

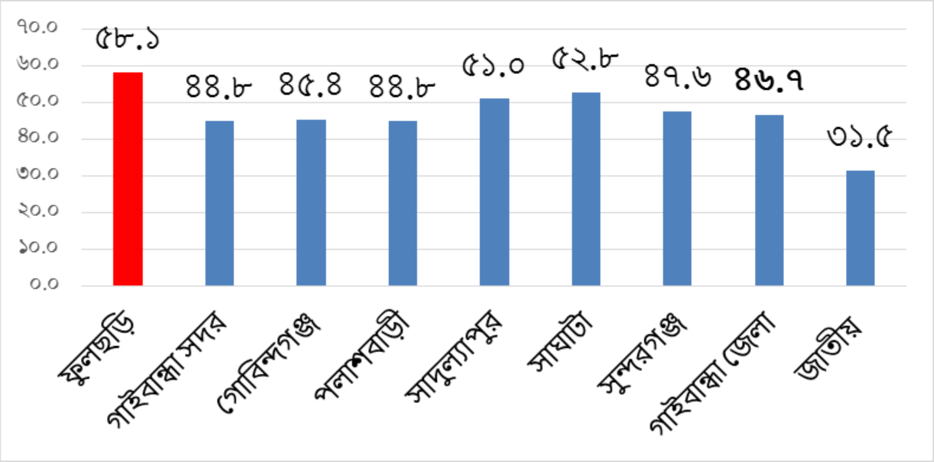

তথ্যসূত্রঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০

এসডিজি'র বিভিন্ন সূচকে গাইবান্ধা জেলার অবস্থা

এসডিজি ২. এসডিজি'র পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন সূচক

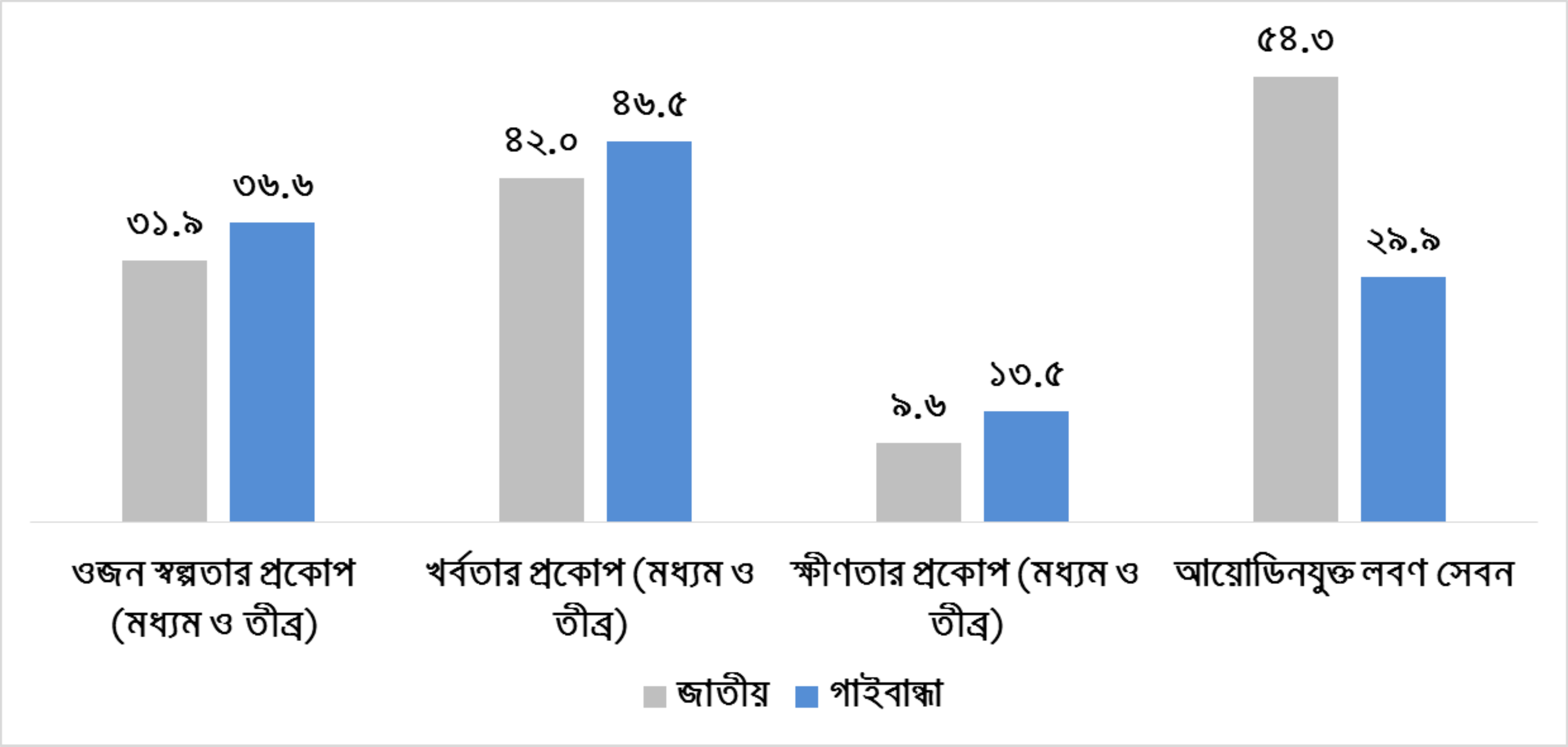

তথ্যসূত্রঃ MICS ২০১২-১৩

এসডিজি’র বিভিন্ন সূচকে গাইবান্ধা জেলার অবস্থা

এসডিজি ৩. অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)

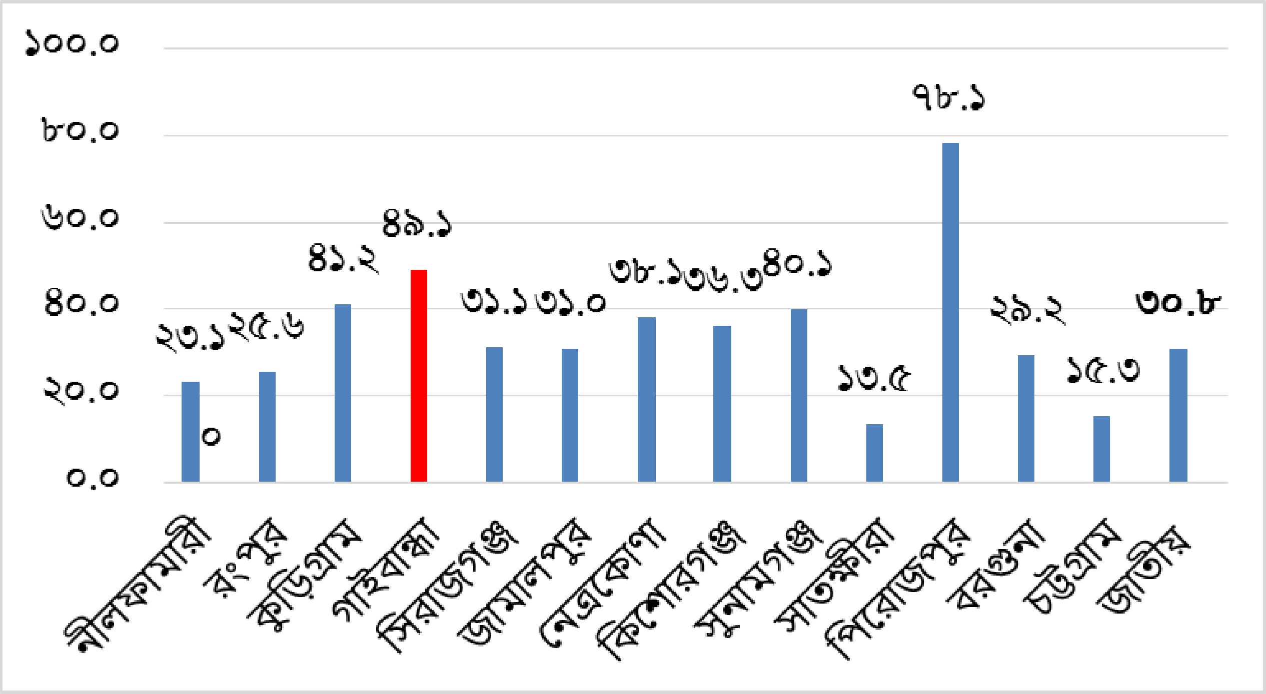

তথ্যসূত্রঃ SVRS ২০১৭

এসডিজি'র বিভিন্ন সূচকে গাইবান্ধা জেলার অবস্থা

এসডিজি ৪. গুনগত শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক

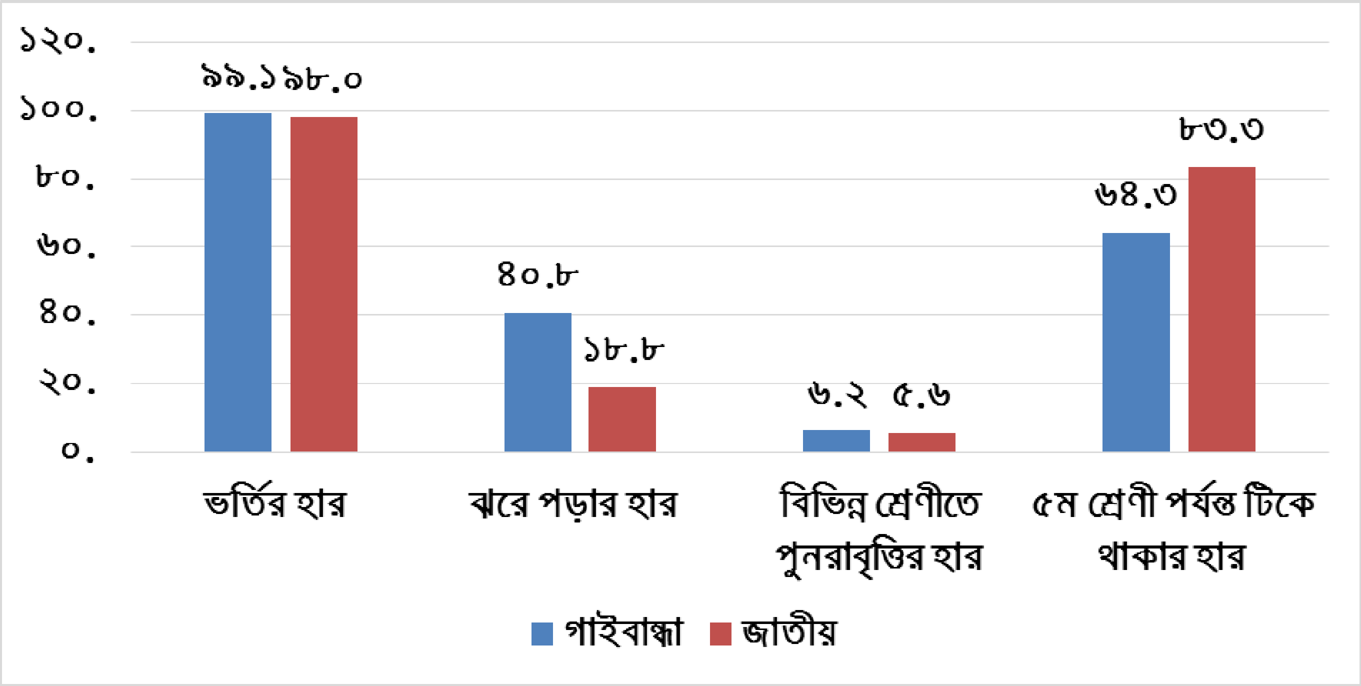

তথ্যসূত্রঃ APSC ২০১৭

APSC ২০১৭ ও Bangladesh Education Statistics ২০১৫ অনুযায়ী গাইবান্ধায় প্রাথমিক শিক্ষা (৪০.৮%) এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় (৪৭.৩%) ঝরে পড়া শিশুর হার সর্বোচ্চ

এসডিজি’র বিভিন্ন সূচকে গাইবান্ধা জেলার অবস্থা

এসডিজি ৮. ১৫ বছর বা ১৫ বছরের অধিক বয়সী বেকারত্বের হার

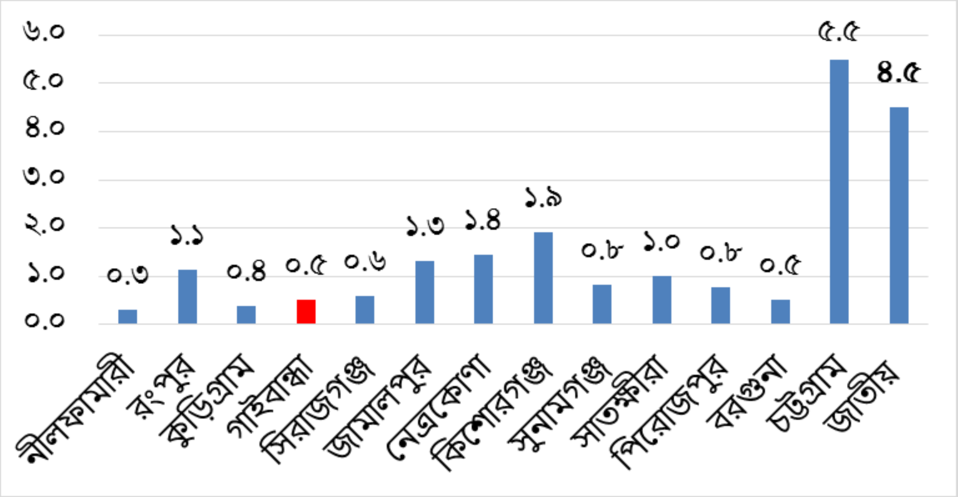

১৫-২৯ বছর বয়সী বেকার যুবক

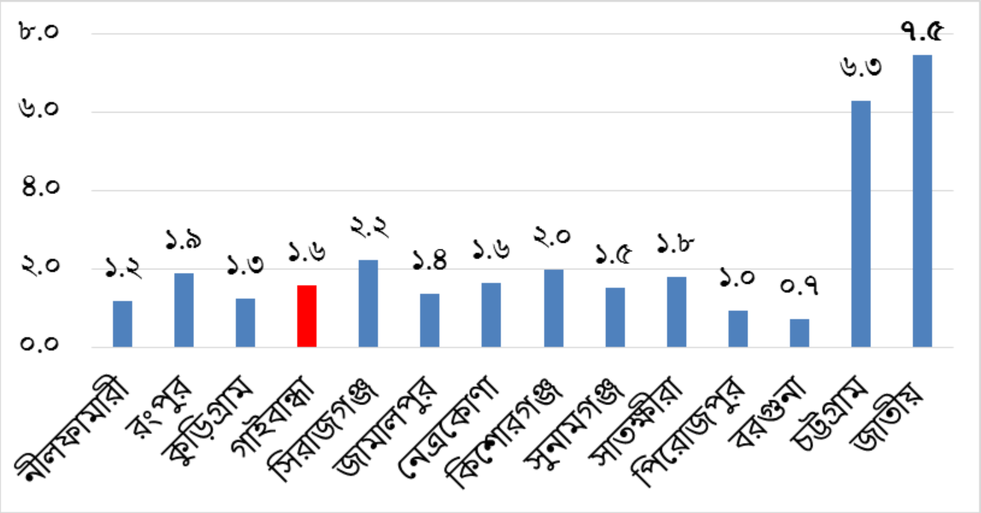

তথ্যসূত্রঃ LFS ২০১০

নির্বাচিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে গাইবান্ধার অবস্থা

❑মাতৃত্বকাল ভাতা

- মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ১,০২৭ জন (২০১৭-১৮ অর্থবছর)
    - ➢ নবজাতক মৃত্যু এবং অনুর্ধ্ব-৫ বয়সী শিশু মৃত্যুর হার অনুযায়ী গাইবান্ধা যথাক্রমে ৬৪ জেলার মধ্যে ৫ম ও ১০ অবস্থানে রয়েছে
- মোট বরাদ্দঃ ৪৪ লক্ষ্য ৪৬ হাজার টাকা (২০১৭-১৮ অর্থবছর)
- মাসিক ভাতাঃ ৫০০ টাকা

❑চ্যালেঞ্জসমূহ

- সুবিধাভোগীদের মাঝে কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (নির্বাচন মানদন্ড, পর্যায়, বিতরণের সময়) সম্পর্কে তথ্য এবং সচেতনতার অভাব রয়েছে
- সুবিধাভোগী নির্বাচন চূড়ান্তকরণ এবং অর্থছাড়করণ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় লেগে যাওয়ায় সঠিক সময়ে ভাতা প্রাপ্তিতে ব্যত্যয় ঘটে

নির্বাচিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে গাইবান্ধার অবস্থা

শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি

- মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ২৪০,৮৭৩ জন (২০১৭-১৮ অর্থবছর)
  - মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যাঃ ২৬৯,১৭২ জন (APSC, ২০১৭) - প্রায় ৯০% আওতাভুক্ত
- মোট বরাদ্দঃ ২৭ কোটি ৩ লক্ষ্য ৪৬ হাজার টাকা (২০১৭-১৮ অর্থবছর)
- মাসিক ভাতাঃ ১০০ টাকা (একজন শিক্ষার্থী), একই পরিবার থেকে ২০০ টাকা (দুইজন শিক্ষার্থী), ২৫০ টাকা (তিনজন শিক্ষার্থী), ৩০০ টাকা (চারজন শিক্ষার্থী)

চ্যালেঞ্জসমূহ

- শর্তসমূহ (যেমনঃ ৮৫% উপস্থিতি)অনেক ক্ষেত্রেই পূরণ করা সম্ভাব হয় না
- মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তিতে সুবিধাভোগী সংযোজন বা বিয়োজনের ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির ভূমিকায় স্বচ্ছতার অভাব
- সুবিধাভোগীদের মাঝে সন্তান সংখ্যা অনুযায়ী মাসিক হার এবং নির্বাচনের শর্তাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই

নির্বাচিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে গাইবান্ধার অবস্থা

❑অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)

- মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ২৮,৮৪৫ জন (২০১৭-১৮ অর্থবছর), নারীঃ ৪৮%, পুরুষঃ ৫২% (ইতিবাচক!)
  - ➢ এক তৃতীয়াংশ নারী সুবিধাভোগী বাধ্যতামূলক
  - ➢ গাইবান্ধায় নারী শ্রমের অংশগ্রহণের হার ২০০৬ সালের ১২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ৩৬% হয়
- মোট বরাদ্দঃ ৪৮ কোটি ৯৮ লক্ষ্য ৪৪ হাজার টাকা (২০১৭-১৮ অর্থবছর)
- ফুলছড়িঃ দারিদ্রের হার সবচেয়ে বেশী (ইজিপিপিতে নিবন্ধিত শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে কমঃ ২,৫৪৯ জন)
- দৈনিক বরাদ্দঃ ২০০ টাকা

❑চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় চাহিদার প্রতিফলন ঘটে না
- দৈনিক বরাদ্দ অন্যান্য একই ধরণের কাজের (রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, ক্ষেতমজুর) দৈনিক বাজার মূল্যের চেয়ে কম (২৫০-৩০০ টাকা)

নির্বাচিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে গাইবান্ধার অবস্থা

❑বয়স্ক ভাতা

- মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ৬৬,৪১০ জন (২০১৭-১৮ অর্থবছর)
- মোট বরাদ্দঃ ৩৯ কোটি ৮৪ লক্ষ্য ৬০ হাজার টাকা (২০১৭-১৮ অর্থবছর)
- মাসিক ভাতাঃ ৫০০ টাকা

❑চ্যালেঞ্জসমূহ

- যেহেতু ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা নিতে হয়, ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাংক না থাকায়, ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহে নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়
  - ➢ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে যায়, একত্রে অনেকের টাকা বিতরণের ফলে ব্যাংকের ভেতরে বসার সুবিধা থাকে না
  - ➢ টাকা হারিয়ে যায়
  - ➢ কিছু ক্ষেত্রে ভাতাভোগীর সাথে সহযোগী হিসেবে যিনি টাকা উত্তোলনে যান তার আনুষঙ্গিক খরচ
- জেন্ডারভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যসহ ডাটাবেজ নেই

চ্যালেঞ্জসমূহ

- চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়
- সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। সুবিধাভোগী নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয় না (যেমনঃ প্রচারণায় ঘাটতি আছে)
- সাধারণভাবে সুবিধাভোগীদের মাঝে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (নির্বাচন মানদন্ড, পর্যায়, মাসিক হার) সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে
  - অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা স্থানীয় বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়েও পান না
- কিছু কর্মসূচির (যেমনঃ ইজিপিপি) ক্ষেত্রে প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলকভাবে হয় না
- সুবিধা বিতরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার (মোবাইল/ব্যংক সেবা) মধ্যসত্ত্বভোগীদের প্রভাব কমিয়েছে, কিন্তু কিছু সুবিধা প্রাপ্তিতে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে (যেমনঃ বয়স্ক ভাতা)
- জেন্ডার, ইউনিয়ন/উপজেলা, বয়সভিত্তিক বিসামষ্টিক তথ্যসহ জেলা পর্যায়ে চলমান সামাজিক প্রকল্পগুলোর একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের অভাব রয়েছে

সুপারিশসমূহ

জাতীয় পর্যায়

- ❑ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সার্বিকভাবে বরাদ্দ বাড়াতে হবে
    - জাতীয় বাজেটের একটি বড় অংশ খরচ হয় না, ফলে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অধিকতর বরাদ্দ প্রদান সম্ভব
- ❑ ভাতার হার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বলয় বৃদ্ধি প্রয়োজন
    - জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী এক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে
- ❑ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে অল্প কয়েকটি অগ্রাধিকার স্কিমে একীভূত করে উচ্চ অগ্রাধিকার স্কিম চিহ্নিত করা প্রয়োজন
    - সরকারি ঋণ বিতরণ কর্মসূচির (যেমনঃ আরএসএস) কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে এটিকে অন্যান্য ভাতা কর্মসূচি থেকে আলাদা করা

সুপারিশসমূহ

জাতীয় পর্যায়

- বাজেট পেশের সময় এলাকাভিত্তিক (জেলা বা উপজেলা) কর্মসূচি অনুযায়ী বরাদ্দের তালিকা সংসদে উপস্থাপন করা
  - সংসদ সদস্যবৃন্দ এই বিষয়ে তাদের মতামত দিতে পারেন
  - এ তথ্য কাজে লাগিয়ে স্থানীয় পর্যায়েও প্রস্তুতি নেয়া যাবে
- অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এজেন্ট বা মোবাইল ব্যাংকিং-এর প্রসার করা এবং পর্যায়ক্রমে সুবিধাভোগীদের পছন্দ করবার সুযোগ রাখা
- ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (দারিদ্র্য ডাটাবেইজ) সময়মত শেষ করে এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা
- জেন্ডার, ইউনিয়ন/উপজেলা, বয়সভিত্তিক বিসামষ্টিক (disaggregated) তথ্যসহ জেলা পর্যায়ে চলমান সামাজিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করা

সুপারিশসমূহ

স্থানীয় পর্যায়

- অর্থ বছরের শুরুতেই সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন
  - অর্থবছরের শুরুতেই একটি চাহিদা নির্ধারণ করা যাতে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে অনুরোধ প্রেরণ করা যায় - স্থানীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ এক্ষেত্রে সুপারিশ করতে পারেন
  - জনপ্রতিনিধিগণ বছরের শুরুতেই প্রশাসনের সাথে মত বিনিময় করতে পারেন
  - সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বণ্টন বিষয়ে নাগরিক প্রতিনিধি সমন্বিত উপজেলা বা জেলা কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে
  - কমিউনিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে বছরের শুরুতেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা যেন অধিকতর নাগরিকের অংশগ্রহণে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়
  - উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সুবিধাভোগী এবং (প্রয়োগ ক্ষেত্রে) প্রকল্প নির্বাচন করা - কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশ নিতে হবে
  - স্বেচ্ছা তালিকাভুক্তির সুযোগ থাকলে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার সুযোগ থাকে

সুপারিশসমূহ

স্থানীয় পর্যায়

- সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণা নিশ্চিত করা এবং বাস্তবায়ন করা
  - মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
  - একইভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচারণা করতে পারেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সহায়তা করতে পারেন
  - সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিগণ এক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করতে পারেন
- সুবিধাভোগীদের কাছে তথ্যের অবাধ বিতরণ নিশ্চিত করা
  - বছরের শুরুতেই সকল কর্মসূচির সুবিধাভোগী তালিকা জনসমক্ষে টানিয়ে দেয়া
  - এ তালিকা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সংরক্ষণ করা এবং জনগণের তা পাবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে

সুপারিশসমূহ

স্থানীয় পর্যায়

- ❑ স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখতে হবে
  - ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা অফিসের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি তৈরি করা যারা নিয়মিতভাবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কাজ করতে পারেন
- ❑ প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ কম থাকায় সকল অংশিজনের সমন্বিত ভাবে কাজ করতে হবে - এক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ

ধন্যবাদ